



AKASHVANI SILCHAR

REGIONAL NEWS UNIT

MORNING NEWS BULLETIN

BENGALI

DATE: 15 Oct. 26

TIME: 7:35 AM

মুখ্যমন্ত্রী ড.হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ গুয়াহাটীৰ জ্যোতি-বিষ্ণু কলা মন্দিৰে সকাল ১১ টায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা ও নিযুত বাবু প্রকল্পের প্রথম কিস্তিৰ অর্থ প্রদান করবেন । এই প্রকল্পের দ্বারা ৫ লক্ষ ৪২ হাজার ছাত্র ছাত্রী উপকৃত হবে । নিযুত মইনা প্রকল্পের অধীনে একাদশ ও দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্রীদের ৮০০ টাকা করে , স্নাতক ছাত্রীদের এক হাজার ২শ ৫০ টাকা করে , স্নাতকোত্তর ও বি এডের ছাত্রীদের দুহাজার ৫০০ টাকা করে এবং পলিটেকনিকের ছাত্রীদের ৮০০ টাকা করে প্রদান করা হবে । একইভাবে নিযুতবাবু প্রকল্পের অধীনে স্নাতক ছাত্রদের একহাজার টাকা করে এবং স্নাতকোত্তর ছাত্রদের দুহাজার টাকা করে প্রদান করা হবে । এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃরণোজ পেগু সহ বেশকয়েকজন সাংসদ ও বিধায়ক উপস্থিত থাকবেন ।

মুখ্যমন্ত্রী ড.হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিব্ৰুগড়ে নিৰ্মীয়মান আসাম বিধানসভার দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে নির্দেশ

দিয়েছেন । মূখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মা গতকাল বিধানসভার দ্বিতীয় প্রাঙ্গন পরিদর্শন করে এই নির্দেশ দিয়েছেন । মূখ্যমন্ত্রী প্রকল্পটির সঠিক পরিকল্পনা , বিভাগীয় সমন্বয় ও নির্মাণের ক্ষেত্রে গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেন । এই প্রাঙ্গণে মূল বিধানসভা ভবন , বিধায়ক আবাস ,৮০০ আসন বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা থাকছে ।

.....

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি ২০৩০-৩১ অর্থ বছর পর্যন্ত অব্যাহত রাখার প্রস্তাবে অনুমোদন জানিয়েছে । গতকাল মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণে জানান যে- মন্ত্রীসভা সামাজিক সুরক্ষার জন্য ৫৩ হাজার ৪শ ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদন জানিয়েছে । মন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণে বলেন যে- দিব্যাঙ্গ পেনশন প্রকল্পে এখন থেকে ৭৯ বছর বয়স পর্যন্ত ৩৭৫ টাকা এবং ৮০ বছর বা তার বেশি বয়সের দিব্যাঙ্গদের ৬২৫ টাকা করে প্রদান করা হবে । শ্রী বৈষ্ণে আরো বলেন যে- দিব্যাঙ্গ পেনশন প্রকল্পে ন্যূনতম বয়স জন্মের সময় থেকেই প্রযোজ্য হবে ।

বৃদ্ধ এবং স্বামীর মৃত্যু হওয়া মহিলাদের ক্ষেত্রে পেনশন এবং পারিবারিক পেনশন লাভ প্রকল্প বর্তমানের নিয়ম অনুযায়ী অব্যাহত থাকবে বলেও মন্ত্রী শ্রীবৈষ্ণে জানিয়েছেন ।

.....

ভারতীয় জনতা পার্টির কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কোকরোচ জনতা পার্টি , কংগ্রেস ও বাম দলগুলির আন্দোলনের বিরোধীতা করে এবং জনমত গঠন করার লক্ষ্যে গতকাল শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে জনজাগরন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে । এরপর একটি প্রতিবাদী র্যালী মহানগরের বিভিন্ন

সড়ক পরিক্রমা করে । দলীয় কার্যসূচীতে রাজ্যের মন্ত্রী কৌশক রাই , রাজ্যসভার দুই সাংসদ কনাদ পুরকায়স্থ , সাংসদ সুস্মিতা দেব , লোকসভার সাংসদ পরিমল শুরুবৈদ্য , বিজেপির জেলা সভাপতি রূপম সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । বিদেশী শক্তির সহায়তায় দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির প্রয়াস করা হচ্ছে বলে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে এবং এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলতে প্রতিবাদ কার্যসূচী পালন করা হয়েছে ।

.....

আসাম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে এবং পালংঘাট ডুগরুবস্তীর শিব-দুর্গা ক্লাবের সহযোগীতায় গতকাল উধারবন্দ বিধানসভা কেন্দ্রে সেবা সংকল্প অভিযানের সাথে সঙ্গতি রেখে চারটি স্থানে পথ নাটিকার আয়োজন করা হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন প্রশাসনে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে-নমো সেবা গাঁথা :এক অন্তহীন কাহিনী নামের বিশেষ পথ নাটিকাটি জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ের সন্মুখে , রংপুর করাতিগ্রাম , উধারবন্দ বাজার এবং কাশিপুর বাজার পয়েন্টে পরিবেশন করা হয়েছে । জেলার সাংস্কৃতিক আধিকারীক স্নেহাংশু শেখর রায় এবং সমাজকর্মী লালন প্রসাদ গোয়ালা পথ নাটিকার সূচনা করেন ।

.....

শিলচর রাধামাধব কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বরাক উপত্যকার সমৃদ্ধ লোক সংস্কৃতি, বৈচিত্রময় লোক সংস্কৃতি ও লোক সাহিত্যের অমূল্য ভান্ডারকে অনুধাবন , সংরক্ষন এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে গতকাল কলেজ প্রেক্ষাগৃহে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে । আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল- বরাক উপত্যকার লোক সংস্কৃতি ও লোক সাহিত্য । কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ডক্টর অরুন্ধতী দত্ত চৌধুরীর পৌরহিত্যে

আয়োজিত আলোচনা সভায় মূখ্য বক্তা হিসেবে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দু জন অধ্যাপক রমাকান্ত দাস ও বরুন জ্যোতি চৌধুরী ।

হাইলাকান্দি জেলায় এবছর তিনশটি সার্বজনীন দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছে । এর মধ্যে হাইলাকান্দি শহরে ৪০টি সার্বজনীন দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । জেলা প্রশাসন থেকেও শারদীয়া দুর্গা পূজা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে নিরাপত্তা সহ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে । এদিকে দুর্গা পূজার শুরুর আর মাত্র দুদিন বাকী থাকায় জেলাজুড়ে প্রতিমা নির্মান ও মন্ডপ প্রস্তুতির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে । হাইলাকান্দি জেলার মৃৎ শিল্পীরা দিন-রাত এক করে প্রতিমা নির্মান করছেন ।

এ বিষয়ে মৃৎ শিল্পী হরি পাল জানান-----

হাইলাকান্দি জেলা উন্নয়ন কমিটির এক সভা গতকাল জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে । জেলা আয়ুক্ত জয় বিকাশের পৌরহিত্যে আয়োজিত সভায় চলতি বছরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । সভায় জেলার গ্রামীণ অর্থনিতির উন্নয়নের স্বার্থে মৎস চাষ ও দুগ্ধ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ।
